হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ
(ফৌজদারী আপীল অধিক্ষেত্র)

উপস্থিতঃ
বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামাল

ফৌজদারী আপীল নং ৯০৮৪/২০২১

মোঃ রফিকুল ইসলাম

-----সাজাপ্রাপ্ত-আপীলকারী।

-বনাম-

রাষ্ট্র ও অন্য

-----প্রতিবাদীদ্বয়

এ্যাডভোকেট আবদুল হাই

-----সাজাপ্রাপ্ত-আপীলকারী পক্ষে।

এ্যাডভোকেট মোঃ লিটন মিয়া

----- ২নং বিবাদী পক্ষে।

এ্যাডভোকেট মোঃ গিয়াসউদ্দিন আহম্মেদ, ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল সংগে

এ্যাডভোকেট লাকী বেগম, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল

এ্যাডভোকেট ফেরদৌসী আক্তার, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল

-----১নং প্রতিপক্ষ পক্ষে।

শুনানী তারিখঃ ০৬.০৮.২৩, ৩০.০৮.২৩, ১৭.১০.২৩

এবং রায় প্রদানের তারিখঃ ১৮.১০.২০২৩।

বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামালঃ

বিজ্ঞ বিচারক (জেলা ও দায়রা জজ), নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল নং-০৮, ঢাকা কর্তৃক নারী ও শিশু নির্যাতন দমন মোকদ্দমা নং-২৫৬/২০২০ [পিটিশন মামলা নং-৬৫/২০২০ হতে উদ্ভূত]-এ অত্র আপীলকারী মোঃ রফিকুল ইসলামকে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ এর ১১(গ) ধারার অভিযোগে অভিযুক্ত করে উক্ত ধারায় দোষী সাব্যস্তক্রমে ০৩ (তিন) বছর সশ্রম কারাদন্ড এবং ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ৬ (ছয়) মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড প্রদানের বিগত ইংরেজী ০১.১১.২০২১ তারিখের রায় ও দন্ডাদেশের বিরুদ্ধে অত্র আপীল।

আপীলকারী পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট মোঃ আবদুল হাই বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন। অপরদিকে ২নং বিবাদীপক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট মোঃ লিটন মিয়া বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন।

অত্র আপীল দরখাস্ত এবং নথী পর্যালোচনা করা হলো। আসামী-আপীলকারী পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট মোঃ আবদুল হাই এবং ২নং বিবাদী পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট মোঃ লিটন

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		মিয়া এর বক্তব্য শ্রবণ করলাম। **গুরুত্বপূর্ণ বিধায় বিজ্ঞ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-৮, ঢাকা কর্তৃক নারী ও শিশু নির্যাতন দমন মামলা নং ২৫৬/২০২০-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ০১.১১.২০২১ তারিখের রায় নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলঃ-** *এটা নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ এর ১১(গ) ধারার অধীনে দায়েরকৃত একটি ফৌজদারী মামলা।* *প্রসিকিউশন পক্ষের মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এইরূপ যে, অত্র মামলার অভিযোগকারী নুসাইবা বিনতে মফিজ এর সাথে আসামী মোঃ রফিকুল এর গত ২৭/১১/২০১৮ ইং তারিখ বিয়ে হয়। বিয়ের পর হতেই অভিযোগকারীকে এ আসামী অন্যান্য আসামীদের সহায়তায় প্রায়শই যৌতুকের জন্য অত্যাচার, নির্যাতন করতো। অভিযোগকারী এ আসামীর বাড়ীতে সংসার অতিবাহিত করা কালে ২ ও ৩নং আসামী বিভিন্ন ভাবে যৌতুকের জন্য অত্যাচার ও নির্যাতন করতো। পরবর্তীতে এ আসামী অন্যান্য আসামীদের কু-পরামর্শে অভিযোগকারীর নিকট হতে প্রায়শই যৌতুক হিসেবে ২০ লক্ষ টাকা দাবী করে অত্যাচার, নির্যাতন করতো। অভিযোগকারী অত্যাচার, নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে এ আসামীকে বলে যে, তুমি ইতোপূর্বে সিঙ্গাপুরে থাকা অবস্থায় তার নিকট হতে ব্যবসা করার কথা বলে ৩ কোটি টাকা ধার/কর্জ হিসেবে নেয় তা ফেরত চায়। তৎপর অভিযোগকারীর নিকট ২০ লক্ষ টাকা যৌতুক দাবী করলে অভিযোগকারী দিতে অপারগতা প্রকাশ করায় অভিযোগকারী কে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে এবং এই বিষয়ে প্রায়শই ঝগড়া বিবাদ হয়। বিগত ০১/০৭/২০২০ ইং তারিখ সকাল ১০.০০ টার সময় এ আসামী অন্যান্য আসামীদের প্ররোচনায় ও সহযোগিতায় আবারও অভিযোগকারীকে ২০ লক্ষ টাকা যৌতুক হিসেবে ব্যবসা করার জন্য দিতে বলে নইলে অভিযোগকারী এই বাড়ীতে থাকতে পারবে না। অভিযোগকারী টাকা দিতে অস্বীকার করলে আসামীরা অভিযোগকারীর চুল ধরে টানা হেচড়া করে এবং শরীরের বিভিন্ন স্থানে এলোপাথারী লাঠি দ্বারা মারপিট ও কিল ঘুষি মেরে নিলা-ফুলা জখম করে। এ আসামী অভিযোগকারীর ওড়না দিয়ে গলায় মৃত্যুর উদ্দেশ্যে প্যাচ দিয়ে ধরে তখন অভিযোগকারীর গংগানী চিৎকারের শব্দে আশেপাশের প্রতিবেশী লোকজন এসে আসামীদের কবল হতে অভিযোগকারীকে রক্ষা করে। তৎপর আসামীরা অভিযোগকারীকে মারপিট করে এক কাপড়ে ৮ মাসের গর্ভবতী অবস্থায় বাড়ী হতে বের করে দেয়। অভিযোগকারী তখন কোন*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		উপায় না পেয়ে বাধ্য হয়ে ঢাকায় তার পিত্রালয়ের বাসায় চলে আসে। পরবর্তীতে গত ২১/০৯/২০২০ ইং তারিখ এ আসামী সহ অন্যান্য আসামীরা একত্রিত হয়ে অভিযোগকারীর পিত্রালয়ে দুপুর ১২.০০ টার সময় তৎপর এ আসামী অন্যান্য আসামীদের পরামর্শে অভিযোগকারীর নিকট হতে ব্যবসার জন্য ২০ লক্ষ টাকা যৌতুক দাবী করে এবং অভিযোগকারী যৌতুকের দাবীকৃত টাকা দিতে অস্বীকার করায় এ আসামী ক্ষিপ্ত হয়ে অভিযোগকারীর গলা চেপে ধরে এবং ঘরের মধ্যে থাকা দরজার কাঠের ডাসা ডান হাতে নিয়ে অভিযোগকারীর মাথায় ও ডান চোখে হত্যার উদ্দেশ্যে আঘাত করে এবং অন্যান্য আসামীরা শরীরের বিভিন্ন স্থানে নীলাফুলা ও রক্তাক্ত জখম করে। অভিযোগকারীর চিৎকারে আসামীরা দ্রুত অভিযোগকারীর পিত্রালয় হতে চলে যায়। সাক্ষীরা ২১/০৯/২০২০ ইং তারিখে অভিযোগকারীকে চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায় এবং অভিযোগকারীকে উক্ত হাসপাতালে রাত ১০.০০ টার সময় ভর্তি করায় এবং ৪ দিন চিকিৎসা শেষে একটু সুস্থ্য হয়ে বিগত ২৪/০৯/২০২০ ইং তারিখ হাসপাতালের ছাড়পত্র ও চিকিৎসা সনদপত্র নিয়ে বিগত ০১/১০/২০২০ ইং তারিখ মিরপুর মডেল থানায় মামলা করতে গেলে থানা কর্তৃপক্ষ অভিযোগকারীকে আদালতে মামলা করতে বলেন। অতঃপর তিনি বাধ্য হয়ে অত্র ট্রাইব্যুনালে অত্র পিটিশন মামলা দায়ের করেন। অত্র ট্রাইব্যুনাল অভিযোগকারী নুসাইবা বিনতে মফিজ এর হলফান্তে জবানবন্দী ফৌঃ কাঃ বিধির ২০০ ধারা মতে গ্রহণ করে চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটে তদন্ত অন্তে প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট, ঢাকাকে নির্দেশ প্রদান করেন। অতঃপর অনুসন্ধান প্রতিবেদন দাখিল হলে উহার ভিত্তিতে অত্রাদালত আসামী মোঃ রফিকুল এর বিরুদ্ধে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০(সংশোধিত ২০০৩) এর ১১(গ) ধারা মতে অপরাধ আমলে গ্রহণ করে আসামীর বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা ইস্যু করেন। অত্র ট্রাইব্যুনাল বিগত ১৮/০২/২০২১ ইং তারিখ আসামী মোঃ রফিকুল এর বিরুদ্ধে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ (সংশোধিত ২০০৩) এর ১১(গ) ধারায় অভিযোগ গঠন করেন। গঠিত অভিযোগ উপস্থিত আসামীকে পাঠ করে শোনানো ও ব্যাখ্যা করে বুঝানো হলে সে নিজেকে নির্দোষ দাবী করে। বিচার প্রার্থনা করেন। আসামীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমানের জন্য রাষ্ট্রপক্ষ ৩

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		জন সাক্ষীকে আদালতে পরীক্ষা করা হয়েছে। রাষ্ট্রপক্ষে আর কোন সাক্ষীকে উপস্থাপন করবেন না মর্মে বিজ্ঞ পি.পি আবেদন করলে রাষ্ট্রপক্ষে সাক্ষ্য গ্রহণ সমাপ্ত করা হয়।
		রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষ্য গ্রহণ সমাপ্ত অন্তে আসামীকে ফৌঃ কাঃ বিধি ৩৪২ ধারা মতে পরীক্ষা করা হলে সে নিজেকে নির্দোষ দাবী করে বিচার প্রার্থনা করে, কোন সাফাই সাক্ষীর সাক্ষ্য দিবে না এবং আর কিছু বলবে না মর্মে জানায়।
		<u>বিবেচ্য বিষয় : **(Point for determination)**</u>
		১। রাষ্ট্রপক্ষ আসামীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীত ভাবে প্রমান করতে সক্ষম হয়েছে কিনা?
		২। আসামীর নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০(সংশোধিত ২০০৩) এর ১১(গ) ধারার অপরাধে দোষী ও শাস্তি পাওয়ার যোগ্য হয়েছে কিনা?
		<u>আলোচনা ও সিদ্ধান্ত :</u>
		আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার্থে এবং পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হওয়ায় বিচার্য বিষয় দুটি একসাথে নিস্পত্তির জন্য নেয়া হলো।
		এটা নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ এর ১১(গ) ধারার অধীন দায়েরকৃত একটি ফৌজদারী মামলা।
		ফৌজদারী মামলায় রাষ্ট্রপক্ষকে আসামীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করতে হবে। এখন দেখতে হবে রাষ্ট্রপক্ষ আসামীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করতে পেরেছে কিনা।
		পি.ডব্লিউ-১ নুসাইবা বিনতে মাহফুজ বিনতে মাহফুজ অত্র মামলার এজাহারকারী জবানবন্দীতে বলেন যে, আসামী রফিকুল তার স্বামী। বিগত ইং ০১/০৭/২০২০ তারিখে রাত ৮.০০ টায় এ আসামী টাকার জন্য মারে। ৩ কোটি টাকা নেয় ব্যবসার জন্য। তাকে এ আসামী গলা চিপে ধরে ও দরজার খুটিতে বাড়ি মারে তার মাথায়। তিনি অসুস্থ্য হয়ে পড়েন। পরে ভাই তাকে হাসপাতালে নেয়। পরে এ মামলা করেন। এ সেই এজাহার ও তাতে তার স্বাক্ষর প্রদর্শনী-১, প্রদর্শনী-১, ১/১। তিনি মেডিকেল সার্টিফিকেটের মূলকপি জমা দিলেন যা প্রদর্শনী-২। তার ২ ছেলে মেয়ে আছে।
		এ সাক্ষী জেরায় বলেন, এ রফিকুল সিংগাপুর থাকতো।তার

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		বাবা-মা ও তিনি সিংগাপুর থাকতেন। এ আসামীর সাথে প্রথম পরিচয় হয় সিংগাপুর। তাদের দোকানের ডাইরেক্টর ছিলেন। ঐ দোকানে এ আসামী চাকরী করতো। তখন প্রেম হয় ২০১৪ ইং সালে। বাংলাদেশে পাঠানোর পর অন্য জায়গায় বিয়ে হয় তার। সেখানে ১ মেয়ে হয়। এ আসামীর সাথে বিয়ে হয় ২৭/১১/১৮ইং। এ আসামী আগে আসে। পরে তিনি আসে। পরে বিয়ে হয় কিশোরগঞ্জ আদালতে। তখন গ্রামের বাড়ীতে তিনি যান। পরে তাদের ১টা বাচ্চা হয়। এ বিয়ের সময়ে তার মা-বাবা রা সিংগাপুরে থাকায় এ বিয়েতে ছিল না। এ বিয়ে পরে জানতে পারে। এ বিয়েটা বাবা মা মেনে নেয় ও আবার ইসলামী রীতিতে বিয়ে দিবে। তার সন্তান হওয়ার পর এ রফিকুলকে বাবা-মা তাদের বাড়ীতে নিতে চলেও যায় না। ১ম সন্তান সিংগাপুরে হয়। রফিকের ঐ রুমে যে ১ম সন্তান হয় তখন তিনি এ আসামীর বাড়ীতে ছিলেন। ২য় সন্তান ৮ মাসের গর্ভ থাকায় আগে এ আসামীরা তাকে অত্যাচার করায় মা তাদের নিয়ে আসে ঢাকায়। ঐ বাচ্চা ঢাকা হয়। অনেক অসুস্থ্য হয়ে পড়ায় তখন মাকে বলেন। তাকে ঠিকমত খেতে দেয় না। এ আসামীর বাসায় বাচ্চা হওয়ার পর ঠিকমতো খেতে দিত না। ২য় বাচ্চার সময়ে খেতে দিত না। তখন মাকে বলেন নিয়ে যেতে। এ আসামী তাকে তালাক দেয়নি। তাকে না খাওয়ায়ে মেরে ফেলতে চায়। এ আসামী সিংগাপুরে বলেছে যে, তাকে টাকা দিলে সংসার করবে। এ আসামী যৌতুকের দাবী করেনি ও মারেনি মর্মে সাজেশান অস্বীকার করেন। তার টাকা দিয়ে তার জমির বন্ধক ছাড়ান। তার মা এ আসামী রফিককে ঢাকাতে থাকতে বলেন এবং সে থাকতে রাজি না হওয়ায় এ মামলা হয়, তিনি এ আসামীকে তিন কোটি টাকা দেননি এবং ২০ হাজার টাকার দাবী করেননি মর্মে সাজেশান অস্বীকার করেন। পি,ডব্লিউ-২ আয়শা সিদ্দিকা অত্র মামলার এজাহারকারীর মা জবানবন্দীতে বলেন যে, এ আসামী রফিকুল আজকে আদালতে আছে। ২০১৪ ইং সালে তাদের কাজের জন্য এ আসামীকে আকামা দিয়ে নেন। তখন প্রেমের কারণে শুনে মেয়েকে ঢাকায় নিয়ে অন্য জায়গায় বিয়ে দেন। সেখানে ১ সন্তান হয়। সিংগাপুরে এ রফিক আবার এসে মেয়ের সাথে প্রেমের সম্পর্ক হয়। পরে নুসাইবাকে দেশে আনেন। সে এ আসামী রফিকুলের সাথে চলে যায় বুঝতে পারেন। তখন দেশে গিয়ে মেয়েকে খুঁজে পান। পরে বিয়ে হয়েছে বলে এ আসামী ও তার পরিবার। পরে তিনি চলে আসেন সিংগাপুরে। তখন এ আসামী রফিকুলের ঘরে ছেলে হয়। এ আসামীকে টাকা দিত তার মেয়ে গোপনে তাদের ব্যবসা

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		হতে। ২১/০৯/২০২০ ইং তারিখে তাদের বাসায় ২০ লাখ টাকা যৌতুকের জন্য মারে। পরে মেয়ে কে হাসপাতালে নেয়া হয়। পরে এ মামলা করে। এ সাক্ষী জেরায় বলেন, এ আসামী রফিকুল সিংগাপুরে ২০১৪ ইং সালে ছিল। এ আসামীর সাথে তার দোকানে এ ছেলের সাথে পরিচয় হয়। পরে এ রফিকের সাথে বিয়ে হয়েছে বলে তার বাবা জানায়। তা কিশোরগঞ্জে হয়। মেয়ে দেশের বাড়ীতে যায়। ২০১৮ ইং বিয়ে হয়। এ রফিকের সাথে বিয়ের আগে অন্য ছেলের সাথে বিয়ে হয়েছে। ঐ বিয়েতে মত ছিল না মর্মে সাজেশান অস্বীকার করেন। পরে রফিকের বাড়ীতে ১ম সন্তান হয়। রফিকের সাথে বিয়ে মেনে নিতে পারেননি মর্মে সাজেশান অস্বীকার করেন। ২য় সন্তান ৬ মাস গর্ভের সময়ে মেয়ে নিয়ে আসার জন্য বলায় নিয়ে আসেন। তার মামা নিয়ে আসে। ২য় সন্তান তার বাসাতে হয়। মেয়ের চিকিৎসার জন্যও রফিকের কাছে ৩০০০/- টাকা চেলেও দেয়নি তার মা। তার মেয়েকে নেয়ার জন্য রফিক চেষ্টা করে এবং যেতে দেন না, ২১/০৯/২০২০ ইং তারিখে এ আসামী ঢাকাতে আসেনি ও কখনই যৌতুক দাবী করেনি, এ মিথ্যা মামলায় মিথ্যা সাক্ষ্য দিলেন মর্মে সাজেশান অস্বীকার করেন। পি.ডব্লিউ-৩ নাসির উদ্দিন জবানবন্দীতে বলেন যে, বাদিনী তার ভাগ্নির মেয়ে। তার স্বামী রফিকুল। ০১/০৭/২০২০ ইং তারিখে টাকার জন্য রাত ৮.০০ টায় মারে। পরে আবার ২১/০৯/২০২০ ইং রাত ৮.০০ টায় মারে ২০ লক্ষ টাকার জন্য এ আসামী চুলে ধরে ডাসা দিয়ে মাথায় ও ডান চোখে আঘাত করে। তার সামনেই মারে। তিনি বাধা দেন। ঢাকা মেডিকেলে ভর্তি করেন। ৪ দিন ভর্তি থাকে। থানায় গেলে মামলা নেয়না। শাস্তি চান। এ সাক্ষী রিকল জেরায় বলেন, এ মামলার বাদী তার ভগ্নির মেয়ে। বাদিনী ও তারা একই বাসায় থাকেন। এ বাসার মালিক তার ভাগ্নি। এটা ৯ তলা বিল্ডিং। ফ্ল্যাটের মালিক ভাগ্নি। সে কিনেছে। ভাগ্নি সিংগাপুর থাকতো। এখন দেশে আছে। তার ভাগ্নি সিংগাপুর থাকতো। ভাগ্নির মেয়েও সিংগাপুর থাকতো। আজকে আসামী রফিকুলকে চিনেন। সে তার ভাগ্নির মেয়ের জামাই কি না তা সঠিক। রফিকের সাথে এ বাদিনীর বিয়ের বিষয়ে তিনি উপস্থিত ছিলেন না, কিভাবে বিয়ে হয়েছে তা তারা বলতে পারবে। বাদিনীর আগেও বিয়ে ছিল। ঐ ঘরে ১ জন সন্তান ছিল। ঐ ছেলের বাড়ী ছিল কুমিল্লা। রফিকুল সিংগাপুরে ছিল বলে

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		শুনেছেন। বিয়ের পর বাদিনীকে নিয়ে আসে এ আসামী কি না তা নিয়ে আসেনি। রফিকুলের বাড়ীতে বসে বিয়ে হয়েছে। ঐ বিয়েতে তারা ছিলেন না। বাদিনী ও রফিকুলের সাথে সম্পর্কে মাধ্যমে বিয়ে হয় কি না তা বলতে পারবেন না। তার ভাগ্নি এ বিয়েটা মেনে নেয়নি কি না তা সে বিয়ে দেয়নি এবং মেনে নেয়নি। এ বিয়ের পর বাদিনীকে নিয়ে এ আসামী হোসেনপুর থাকার কথা তিনি জানেন। ভাগ্নি আয়েশা ও তার স্বামী বাংলাদেশে আসতো। আয়েশা বেশী আসতো। ২০২০ ইং সালে সেপ্টেম্বর এর দিকে আয়েশা বাংলাদেশে আসে ও ২০২১ ইং সালে এপ্রিলে যায় সিংগাপুর। এ আসামীর ঔরষে ও বাদিনীর গর্ভে ২টা সন্তান জন্ম গ্রহণ করার বিষয়ে জানেন। ১টা সন্তান কিশোরগঞ্জে হয়। ৮ মাসের অন্তঃস্বত্বা অবস্থায় আয়েশা বাদিনীকে নিয়ে আসে কি না মর্মে সাজেশান অস্বীকার করেন। তিনি নিয়ে আসেন। সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার আগে ও পরে এ আসামী এ বাদিনীকে নেয়ার জন্য একাধিকবার চেষ্টা করে ও বলেও আসে, তিনি সব জানা স্বত্বেও মিথ্যা বললেন মর্মে সাজেশান অস্বীকার করেন। এ আসামীকে ঢাকার বাসায় জামাই হিসেবে মেনে নিয়েছিলেন। এ আসামী এ ঢাকার বাসায় এসেছিল। তিনিও যেতেন। ২০১৯ ইং সালে যান। তিনি মিথ্যা বলেন মর্মে সাজেশান অস্বীকার করেন। বাদিনীর মা বাংলাদেশে আছে কি না তা আছে। বাদিনীর সাথে এ আসামীর বিয়ে বিচ্ছেদ হয়েছে কি না তা জানেন না। ২ সন্তানই এখন বাদিনীর কাছে আছে। ১৭/০৭/২০২০ ইং ও ২১/০৯/২০২০ ইং তারিখে এ আসামীরা তাদের বাসায় আসেনি ও টাকা দাবী করেনি ও মারেননি, এ আসামীরা ২০ লক্ষ টাকা যৌতুক এ আসামীরা দাবী করেনি ও মারধর করেনি, বাদিনীর মা এ বিয়ে মেনে না নেয়ায় এ বাদিনীকে আটকে রেখেছেন মর্মে সাজেশান অস্বীকার করেন। ম্যাজিস্টেটের কাছে সাক্ষ্য দিয়েছেন। সেখানে ম্যাজিস্টেটের কাছে বলেন যে, ডাসা দিয়ে বাদিনীকে এ আসামী মেরেছিল, মিথ্যা সাক্ষী দিলেন মর্মে সাজেশান অস্বীকার করেন। বাদীনিপক্ষে আর কোন সাক্ষীকে উপস্থাপন করা হয় নাই। এখন গৃহীত সাক্ষীর সাক্ষ্য মুল্য পর্যালোচনা করা যাক। উপরোক্ত সাক্ষীদের সাক্ষ্য পরীক্ষান্তে দেখা যায় যে, এ মামলায় পি.ডব্লিউ-১ তার জবানবন্দীতে বলেন যে, ০১/০৭/২০২০ ইং তারিখ রাত ৮.০০ টায় এ আসামী টাকার জন্য মারে। এ সাক্ষীর জেরা পরীক্ষান্তে দেখা যায় যে, এ সাক্ষীকে

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		আসামীপক্ষে ঘটনার তারিখ, সময় ও ঘটনাস্থল বিষয়ে কোন জেরা করতে দেখা যায় না । এ সাক্ষীর সাক্ষ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, এ সাক্ষী তার লিখিত অভিযোগের সমর্থনে প্রথম ঘটনার তারিখ ও সময় সঠিক ভাবে বলতে সক্ষম হয়েছে। যদিও এ সাক্ষী তার জবানবন্দীতে শুধুমাত্র প্রথম ঘটনার তারিখ উল্লেখ করেছেন তথাপি এ সাক্ষীকে আসামীপক্ষে জেরা করে ঘটনার তারিখ বিষয়ে প্রশ্ন করতে দেখা যায়। ফলে ঘটনার তারিখ ও সময় এবং ঘটনাস্থল বিষয়ে এ সাক্ষীর বক্তব্য অখন্ডনীয় থেকে যায়। পি.ডব্লিউ-২ তার জবানবন্দীতে বলেন যে, ২১/০৯/২০২০ ইং তারিখ তাদের বাসায় ২০ লাখ টাকা যৌতুকের জন্য মারে। পরে মেয়েকে হাসপাতালে নেয়া হয়। এ সাক্ষীকেও আসামীপক্ষের জেরায় ঘটনার তারিখ, সময় ও ঘটনাস্থল বিষয়ে প্রশ্ন করতে দেখা যায় না। শুধুমাত্র ঘটনার তারিখ বিষয়ে ২১/০৯/২০২০ইং তারিখে এ আসামী ঢাকাতে আসেনি ও কখনই যৌতুক দাবী করেনি মর্মে সাজেশান প্রদান করতে দেখা যায় যা এ সাক্ষী অস্বীকার করেন। এ সাক্ষীর সাক্ষ্য পর্যালোচনায় দেখা যায়, তিনি অভিযোগকারীর লিখিত অভিযোগকে সমর্থন করে জবানবন্দীতে ঘটনার বিষয়ে উক্ত তারিখে যৌতুক দাবীর বিষয়ে সঠিক ভাবে বলতে সক্ষম হয়েছে। সর্বশেষ ঘটনার তারিখ অভিযোগকারী তার জবানবন্দীতে বললেও পি.ডব্লিউ-২ লিখিত অভিযোগকে সমর্থন করে সর্বশেষ ঘটনার তারিখ বলতে দেখা যায়। এ সাক্ষীদেরকে আসামীপক্ষে ঘটনার তারিখ, সময় ও ঘটনাস্থল বিষয়ে প্রশ্ন না করায় তার বক্তব্যও অখন্ডনীয় থেকে যায়। পি.ডব্লিউ-৩ তার জবানবন্দীতে বলেন যে, ০১/০৭/২০২০ ইং তারিখে টাকার জন্য রাত ৮.০০ টায় মারে। পরে আবার ২১/০৯/২০২০ ইং রাত ৮.০০ টায় মারে ২০ লক্ষ টাকার জন্য এ আসামী চুলে ধরে ডাসা দিয়ে মাথায় ও ডান চোখে আঘাত করে । তার সামনেই মারে। তিনি বাধা দেন । ঢাকা মেডিকেলে ভর্তি করেন। ৪ দিন ভর্তি থাকেন। এ সাক্ষীকেও আসামীপক্ষের জেরায় ঘটনার তারিখ, সময় ও ঘটনাস্থল বিষয়ে প্রশ্ন করতে দেখা যায় না। শুধুমাত্র ঘটনার তারিখ দুটির বিষয়ে সাজেশান দিতে দেখা যায় যা এ সাক্ষী অস্বীকার করেন। এ সাক্ষীর সাক্ষ্য পর্যালোচনায় দেখা যায়, এ সাক্ষীও লিখিত অভিযোগকে সমর্থন করে প্রথম ঘটনা ০১/০৭/২০২০ ও সর্বশেষ ২১/০৯/২০২০ ইং রাত ৮.০০ টায় ২০ লক্ষ টাকার জন্য মারে মর্মে

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

বলতে সক্ষম হয়েছে। পি.ডব্লিউ-১ সর্বশেষ ঘটনার তারিখ না বললেও লিখিত অভিযোগের সমর্থনে পি.ডব্লিউ-২ ও পি.ডব্লিউ-৩ ঘটনার তারিখ ও সময় ও ঘটনাস্থল তাদের বাসা মর্মে সঠিক ভাবে বলায় এ সাক্ষীদের সাক্ষ্য ঘটনার তারিখ, সময় ও ঘটনাস্থল বিষয়ে সঠিক মর্মে প্রতীয়মান হয়। ফলে এ সাক্ষী সাক্ষীরা ঘটনার তারিখ ০১/০৭/২০২০ ও ২১/০৯/২০২০ ইং তারিখ রাত ৮.০০ টা মর্মে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছে।

পি.ডব্লিউ-১ তার জবানবন্দীতে বলেন যে, তাকে এ আসামী গলা চিপে ধরে ও দরজার খুটিতে বাড়ি মারে তার মাথায়। তিনি অসুস্থ্য হয়ে পড়েন। পরে ভাই তাকে হাসপাতালে নেয়।

এ সাক্ষীর জেরা পরীক্ষান্তে দেখা যায় যে, এ সাক্ষীকে যৌতুকের দাবীতে মারধর এবং হাসপাতালে নেয়ার বিষয়ে আসামীপক্ষে জেরায় প্রশ্ন করতে দেখা যায় না। শুধুমাত্র যৌতুক দাবী করেনি এবং মারেনি মর্মে সাজেশান দিতে দেখা যায় যা এ সাক্ষী অস্বীকার করেন।

এ সাক্ষীর সাক্ষ্য পর্যালোচনায় দেখা যায়, তিনি তার লিখিত অভিযোগের সমর্থনে এ আসামী তাকে গলা চিপে ধরে ও দরজার খুটিতে মাথা বাড়ি মারে তা সঠিক ভাবে বলতে সক্ষম হয়েছে। এ সাক্ষীকে মারধর ও যৌতুক দাবীর বিষয়ে প্রশ্ন না করায় তার সাক্ষ্যের বক্তব্য অখন্ডনীয় থেকে যায়। তাছাড়া, এ সাক্ষী জেরায় আরও বলেন যে, তার টাকা দিয়ে তার জমির বন্ধক ছাড়ান। ফলে তার লিখিত অভিযোগের বক্তব্য ও জবানবন্দীর বক্তব্যের যৌতুক দাবীর বিষয় সঠিক মর্মে প্রতীয়মান হয়।

পি.ডব্লিউ-২ তার জবানবন্দীতে বলেন যে, ২১/০৯/২০২০ ইং তারিখে তাদের বাসায় ২০ লাখ টাকা যৌতুকের জন্য মারে। পরে মেয়েকে হাসপাতালে নেয়।

এ সাক্ষীর জেরা পরীক্ষান্তে দেখা যায় যে, তিনি তার জেরায় মেয়ের চিকিৎসার জন্যও রফিকের কাছে ৩০০০/- টাকা চেলেও দেয়নি মর্মে বলেন। তাছাড়া আসামীপক্ষে এ সাক্ষীকে যৌতুক দাবী ও যৌতুকের দাবীতে মারধরের বিষয়ে প্রশ্ন করতে দেখা যায় না।

পি.ডব্লিউ-৩ তার জবানবন্দীতে বলেন যে, ০১/০৭/২০২০ ইং তারিখে টাকার জন্য রাত ৮.০০ টায় মারে এবং পরে আবার ২১/০৯/২০২০ ইং রাত ৮.০০ টায় মারে ২০ লক্ষ টাকার জন্য এ আসামী চুলে ধরে ডাসা দিয়ে মাথায় ও ডান চোখে আঘাত করে। তার সামনেই মারে। তিনি বাধা দেন।

এ সাক্ষীর জেরা পরীক্ষান্তে দেখা যায় যে, এ সাক্ষীকেও আসামীপক্ষে যৌতুক দাবী ও মারধরের বিষয়ে কোন প্রশ্ন করতে দেখা

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		যায় না। শুধুমাত্র ঘটনার তারিখ আসামীরা তাদের বাসায় আসেনি ও টাকা দাবী করেনি ও মারেনি এবং এ আসামীরা ২০ লক্ষ টাকা যৌতুক দাবী করেনি ও মারধর করেনি মর্মে সাজেশান প্রদান করলেও এ সাক্ষী তা অস্বীকার করেন। এ সাক্ষীদের সাক্ষ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, এ সাক্ষীরা তাদের জবানবন্দীতে আসামী কর্তৃক ভিকটিমের নিকট যৌতুক দাবী ও যৌতুকের দাবীতে মারধরের বিষয়টি সঠিক ভাবে বলতে সক্ষম হয়েছে। এ সাক্ষীদেরকে আসামীপক্ষে যৌতুক দাবী ও মারধরের বিষয়ে কোন প্রশ্ন না করায় তাদের উক্তরূপ বক্তব্য অখন্ডনীয় থেকে যায়। যদিও পি.ডব্লিউ-১ তার জবানবন্দীতে ও লিখিত অভিযোগে দরজার খুটিতে মাথা বাড়ি মারার কথা উল্লেখ করেছে এবং পি.ডব্লিউ-৩ দরজার ডাসা দিয়ে মাথায় আঘাত করার কথা উল্লেখ করেছে তথাপিও এ সাক্ষীদেরকে আসামীপক্ষে জেরায় উক্ত বিষয়ে কোন প্রশ্ন না করায় দুজনের মারধর ও মারধরের ফলে আঘাতের বক্তব্য সামঞ্জস্যপূর্ণ মর্মে প্রতীয়মান হয়। ফলে পি,ডব্লিউ-১,২ ও ৩ একে অপরকে সমর্থন করে যৌতুক দাবী ও যৌতুক দাবীতে মারধরের বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করায় তাদের সাক্ষ্য বিশ্বাসযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়। এছাড়াও, আসামীপক্ষে এ সাক্ষীদেরকে আসামী ও ভিকটিমের বিয়ের বিষয়ে জেরায় যা প্রশ্ন করা হয় তা সঠিক ভাবে এ সাক্ষীরা অভিযোগের সমর্থনে বলতে সক্ষম হয়েছে এবং যে সাজেশান প্রদান করা হয়েছে তা অস্বীকার করেছে যা লিখিত অভিযোগের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। পি.ডব্লিউ-১ তার জবানবন্দীতে তিনি অসুস্থ্য পড়লে তার ভাই তাকে হাসপাতালে নেয়। এ সাক্ষী মেডিকেল সার্টিফিকেটের মূলকপি দাখিল করেন যা প্রদর্শনী-২ হিসেবে চিহ্নিত হয়। পি.ডব্লিউ-২ তার জবানবন্দীতে বলেন, মারধরের পর মেয়েকে হাসপাতালে নেয়া হয়। পি.ডব্লিউ-৩ তার জবানবন্দীতে বলেন যে, ০১/০৭/২০২০ ইং তারিখে টাকার জন্য রাত ৮.০০ টায় মারে। পরে আবার ২১/০৯/২০২০ ইং রাত ৮.০০ টায় মারে ২০ লক্ষ টাকার জন্য এ আসামী চুলে ধরে ডাসা দিয়ে মাথায় ও ডান চোখে আঘাত করে। তার সামনেই মারে। তিনি বাধা দেন। ঢাকা মেডিকেলে ভর্তি করেন। ৪ দিন ভর্তি থাকেন। এ সাক্ষীদের সাক্ষ্য পর্যালোচনায় দেখা যায়, পি.ডব্লিউ-১,২ ও ৩ একে অপরকে সমর্থন করে ভিকটিমকে চিকিৎসার বিষয়ে সঠিকভাবে বলতে সক্ষম হয়েছে। আসামীপক্ষে এ সাক্ষীদেরকে জেরা করলেও ভিকটিমকে চিকিৎসার বিষয়ে কোন বিরূপ বক্তব্য বের করতে দেখা যায় না। ফলে তাদের চিকিৎসা সংক্রান্ত বক্তব্য বিশ্বাসযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		হয়। এ সাক্ষীদের সাক্ষ্যও পরীক্ষান্তে আরও দেখা যায়, পি.ডব্লিউ-২ ও ৩ অভিযোগকারীকে সমর্থন করে সাক্ষ্য প্রদান করেছেন। ঘটনার তারিখ যৌতুক দাবীর বিষয়ে বিরূপ বা ভিন্ন কোন বক্তব্য দিতে এ সাক্ষীদেরকে দেখা যায় না। আসামীপক্ষে এ সাক্ষীদেরকে জেরা করে তাদের সাক্ষ্যের বিপরীতে যায় এমন কোন বক্তব্য বের করতে সমর্থ হয়নি। ঘটনার সময় যৌতুক চাওয়ার বিষয়টি এবং ঘটনাস্থলে পি.ডব্লিউ-৩ উপস্থিত থেকে ঘটনার দেখার বিষয়টি প্রমাণিত হওয়ায় এবং বাদিনীকে ঘটনার সময় আহত অবস্থায় দেখায় এ সাক্ষী The Evidence Act এর বিধান মোতাবেক প্রাসঙ্গিক মর্মে সিদ্ধান্ত হলো। উপরোক্ত আলোচনায় দেখা যায়, এ মামলায় পি.ডব্লিউ-২ ও ৩ অভিযোগকারীর নিকটতম আত্মীয় হলেও তিনি পি.ডব্লিউ-১ কে Corroborate করে ঘটনার তারিখ ও ঘটনার সময় এবং ঘটনাস্থল বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করেছেন। উপরোক্ত সাক্ষীদের সাক্ষ্য পর্যালোচনায় আরো দেখা যায়, রাষ্ট্রপক্ষ অত্র মামলার গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী অভিযোগকারীকে সহ অপর একজন সাক্ষী পি.ডব্লিউ-৩ বাদিনীকে অসুস্থ্য অবস্থায় দেখার সাক্ষীর সাক্ষ্যের মাধ্যমে ঘটনার তারিখ ও সময়ে ঘটনাস্থলে আসামী ২০ লক্ষ টাকা যৌতুকের দাবীতে অভিযোগকারীকে মারপিট করার বিষয়টি রাষ্ট্রপক্ষ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছে। বাদীপক্ষের দাখিলী চিকিৎসার কাগজপত্র পরীক্ষান্তে দেখা যায় যে, ২১/০৯/২০২০ ইং তারিখ বাদিনী ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছিল উক্ত বিষয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ইনজুরি রিপোর্ট দাখিল করেছেন। উক্ত ইনজুরি রিপোর্টে Physical Assualt & Head injury invomiting মর্মে উল্লেখ আছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, ঘটনার তারিখে ২১/০৯/২০২০ ইং বাদীনি আরজি বর্ণিত মতে আসামী দ্বারা যৌতুকের দাবীতে মারপিটের স্বীকার হওয়ায় নীলাফুলা জখম ও মাথায় আঘাত প্রাপ্ত হয় এবং ০১.০৭.২০২০ ইং তারিখের যৌতুকের কারণে মারধরের বিষয়টি প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছে। নারী ও শিশু আইনের ২৩ ধারা মতে কোন ডাক্তার ভিকটিমকে পরীক্ষা করে প্রতিবেদন প্রদান করলে তাকে খোজে পাওয়া অসম্ভব হলে বা অন্যকোন অসুবিধা হলে তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা না হলেও তার প্রদত্ত এম,সি বিচারে গ্রহণ করার বিধান রয়েছে। ফলে এ সাক্ষী সাক্ষ্য প্রদান না করায় এবং ঘটনাস্থলের বা ঘটনার সাথে জড়িত এমন কোন সাক্ষী না হওয়ায় বাদী ও আসামীপক্ষের কোন ক্ষতিগ্রস্থ হতে দেখা যায় না।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		নথি পরীক্ষান্তে আরো দেখা যায়, আসামী আল আমিন মামলার রায় ঘোষণার পূর্ব মুহূর্তে পলাতক হয়। আসামীর এরুপ পলায়নপরতা তার অপরাধী মনের পরিচয় বহন করে এবং তা অপরাধের সাথে তার সম্পৃক্ত তাকে সমর্থন করে। এ প্রসঙ্গে মহামান্য উচ্চ আদালতের রুলিং নিম্নরূপঃ- *53 DLR (2001) 495-এ প্রকাশিত নিজাম হাজারী বনাম রাষ্ট্র মামলায় মাননীয় হাইকোর্ট এর The evidence Act, 1872 এর ৯ ধারার ব্যাখ্যাক্রমে মতামত প্রকাশ করেন যে, "Abscondance of accused is a relevant fact under section 9 of the Evidence Act and unless accused explains his conduct Abscondance may indicate his guilt."* *নারী ও শিশু আইনের ১১ ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, যদি কোন নারীর স্বামী কিংবা স্বামীর পিতা, মাতা, অভিভাবক, আত্নীয় বা স্বামীর পক্ষে কোন লোক যৌতুকের জন্য উক্ত নারীর মৃত্যু ঘটনা বা মৃত্যু ঘটানোর চেষ্টা করে কিংবা উক্ত নারীকে মারাত্ন জখম (Grievous hurt) করেন বা সাধারণ জখম (Simple hurt) করেন তা হলে উক্ত স্বামী, স্বামীর পিতা, মাতা, অভিভাবক, আত্নীয় বা ব্যক্তি-* *(গ) সাধারণ জখম (Simple hurt) করবার জন্য অনধিক তিন বৎসর কিন্তু অন্যুন এক বৎসর সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডনীয় হবেন এবং উক্ত দন্ডের অতিরিক্ত অর্থ দন্ডে দন্ডনীয় হবেন।* *দন্ডবিধি ৩১৯ ধারায় প্রকৃতপক্ষে Simple hurt এবং ৩২০ ধারায় Grivous hurt এর সংজ্ঞা দেয়া আছে। ৩১৯ ধারায় বলা হয়েছে যে-Whoever causes pain, disease or infirmity to any person is said to cause hurt.* *উপরি-উক্ত আলোচনা, উপস্থাপিত সাক্ষীদের সাক্ষ্য ও নথিতে রক্ষিত যাবতীয় তথ্য-উপাত্ত পর্যালোচনায় দেখা যায়, রাষ্ট্রপক্ষ তাদের উপস্থাপিত মৌখিক ও দালিলিক সাক্ষ্য দ্বারা আসামী মোঃ রফিকুল এর বিরুদ্ধে আনীত নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ এর ১১(গ) ধারার অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছে। অবস্থাধীনে আলোচ্য বিচার্য বিষয় সমূহ উপরের আলোচনার আলোকে রাষ্ট্র পক্ষের অনুকূলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো।* *অতএব,* *<u>আদেশ হয় যে,</u>* *অত্র মামলার আসামী মোঃ রফিকুল (পলাতক), পিতা-আব্দুল*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		হামিদ, সাং- গ্রাম-বিল চাওলিয়া, পোঃ পুমদি, থানা-হোসেনপুর, জেলা-কিশোরগঞ্জ-এর বিরুদ্ধে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ এর ১১ (গ) ধারার অপরাধ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তাকে উক্ত ধারায় দোষী সাব্যস্তক্রমে ০৩ (তিন) বৎসরের সশ্রম কারাদন্ড তৎসহ ২,০০,০০০/-(দুই লক্ষ) টাকা জরিমানা এবং অনাদায়ে আরও ০৬ (ছয়) মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত করা হলো। *জরিমানার টাকা ক্ষতিপূরণ হিসেবে নুসাইবা বিনতে মফিজ প্রাপ্ত হবেন।* *যখনই আসামী পুলিশ কর্তৃক ধৃত হবে অথবা ট্রাইব্যুনালে আত্মসমর্পণ করবে তখন থেকে তার সাজা কার্যকর করা হবে। এক্ষুনি সাজা উল্লেখে গ্রেফতারী পরোয়ানা ইস্যু করা হোক।* *অত্র রায়ের কপি ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৭৩ ধারা অনুযায়ী বিজ্ঞ চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এবং পুলিশ সুপার, ঢাকা বরাবর প্রেরণ করা হোক।* *আমার জবানীতে লিখিত ও সংশোধিত।* *স্বাঃ- অস্পষ্ট (মাফরোজা পারভীন) ০১/১১/২০২১ বিচারক (জেলা ও দায়রা জজ) নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-৮ ঢাকা।* *স্বাঃ- অস্পষ্ট (মাফরোজা পারভীন) ০১/১১/২০২১ বিচারক (জেলা ও দায়রা জজ) নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-৮ ঢাকা।* **সাক্ষ্য প্রমাণ বিশ্লেষণে প্রতীয়মান যে, অত্র আসামী হল সে বাদীনির সিংগাপুরস্থ দোকানের প্রাক্তন কর্মচারী ছিল। অপরদিকে বাদীনি পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্র সিংগাপুরের একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী ছিল।** **আসামী আপীলকারী মোঃ রফিকুল বাদীনি মুসাইবা বিনতে মফিজ এর সিংগাপুরস্থ ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান সালাম মিনি মার্ট প্রাঃ লিমিটেড-এ সেলস ম্যান হিসেবে চাকুরী করতেন। সেলস ম্যান হিসেবে চাকুরী করার সুবাদে বাদিনীর সহিত ১নং আসামীর ভালোবাসার সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। অতঃপর উক্ত ভালোবাসার ফলশ্রুতিতে বাদীনির সহিত ১নং আসামীর বিগত ইংরেজী ২৭.১১.২০১৮ তারিখে ইসলামি শরিয়ত মোতাবেক বিবাহ হয়। পরবর্তীতে বাদীনি তার ভালবাসার মানুষের সাথে স্থায়ীভাবে বসবাস করার নিমিত্তে সিংগাপুরের প্রতিষ্ঠিত ব্যবসা এবং উন্নত জীবন ছেড়ে ১নং আসামীর গ্রামের বাড়ী বিল কাউলিয়া, হোসেনপুর, কিশোরগঞ্জে চলে আসে। সাধারনত গ্রাম থেকে মানুষ শহরে, শহরে থেকে মানুষ আরো উন্নত**

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		শহর তথা রাষ্ট্রে গমন করে। কিন্তু অত্র মোকদ্দমায় এটি প্রতীয়মান যে, বাদীনি তার ভালোবাসাকে সম্মান দিতে সিংগাপুরের মতো পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শহরের সুখ ও সান্নিধ্য ত্যাগ করে ভালোবাসার মানুষের সাথে বাংলাদেশের কিশোরগঞ্জ জেলার হোসেনপুরের বিল কাউলিয়া নামক গ্রামে চলে আসে। অতঃপর ১নং আসামীর ওরষে তার দুটি সন্তানের জন্ম হয় যাদের একজনের নাম আকাইব জন্ম তারিখ ০৮.০৮.২০১৯ এবং অপর জনের নাম নাফিছা জন্ম তারিখ ০২.০৯.২০২০। বাদীনি ভালোবাসার স্বামীর ইচ্ছায় সিংগাপুরের উন্নত পরিবেশে তার প্রিয় সন্তানের জন্ম না দিয়ে গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে এসে দুটি সন্তানের জন্ম দিয়েছেন। **ভালোবাসার জন্য যে নারী তার উন্নত জীবন এবং সুযোগ সুবিধা ত্যাগ করে ভালোবাসার ব্যক্তির সন্তান ধারন করে, তার সাথে থাকার চেষ্টা করে, সে নারী কখনো তার স্বামীর বিরুদ্ধে মিথ্যা কথা বলতে পারে না।** **বাদিনী তার বিপুল অর্থ, বিত্ত, বৈভব, সুখ-শান্তি উন্নত জীবন ত্যাগ করে ভালোবাসার জন্য আসামীর গ্রামের বাড়ীতে কষ্টকর সংসার জীবন হাসিমুখে গ্রহণ করেছেন, ধারন করেছেন আসামীর ঔরষজাত দুটি সন্তানকে। ফলে আসামীর বিরুদ্ধে বাদিনীর একক সাক্ষ্যই যথেষ্ট অত্র মোকদ্দমা প্রমানের জন্য।** সাক্ষ্য প্রমান পর্যালোচনায় এটি প্রতীয়মান যে, প্রসিকিউশন পক্ষ সন্দেহাতীতভাবে আসামীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমান করতে সক্ষম হয়েছে। সার্বিক বিবেচনায় বিজ্ঞ বিচারিক আদালত যে রায় দিয়েছেন তা যেমনি সঠিক তেমনি ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আপীলটি খারিজ যোগ্য। অতএব, আদেশ হয় যে, অত্র ফৌজদারী আপীলটি নামঞ্জুর করা হলো। বিজ্ঞ বিচারক (জেলা ও দায়রা জজ), নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল নং-০৮, ঢাকা কর্তৃক নারী ও শিশু নির্যাতন দমন মোকদ্দমা নং-২৫৬/২০২০ [পিটিশন মামলা নং-৬৫/২০২০ হতে উদ্ভুত]-এ অত্র আপীলকারী মোঃ রফিকুল ইসলামকে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ এর ১১(গ) ধারার অভিযোগে অভিযুক্ত করে উক্ত ধারায় দোষী সাব্যস্তক্রমে ০৩ (তিন) বছর সশ্রম কারাদন্ড এবং ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ৬ (ছয়) মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড প্রদানের বিগত ইংরেজী ০১.১১.২১ তারিখের রায় ও দন্ডাদেশ এতদ্বারা বহাল রাখা হলো। অত্র রায় ও আদেশের অনুলিপি প্রাপ্তির ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে আসামী-আপীলকারীকে বাকী সাজা ভোগ করার জন্য বিজ্ঞ বিচারিক আদালতে আত্মসমর্পনের নির্দেশ প্রদান করা হলো। ব্যর্থতায় বিজ্ঞ বিচারিক আদালত আসামীকে গ্রেফতারের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করবেন।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		অত্র রায়ের অনুলিপিসহ অধঃস্তন আদালতের নথি সংশ্লিষ্ট আদালতে দ্রুত প্রেরণ করা হোক। (বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামাল)

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ